জান্নাতের মূল্য

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত..... 5
বয়ান শোনার নিয়ত 5
আল্লাহ্ পাক মীমাংসা করিয়ে দেবেন 6
রোযা, নামায ও সদকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল..... 10
মীমাংসার উপকারিতা 12
জান্নাতে ভাইয়ের আগে না যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা..... 13
আমরা কেন মীমাংসা করি না?..... 14
মীমাংসা না করার অপকারিতা 15
মীমাংসা নিজের সাথে কী কী নিয়ে আসে?..... 15
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ: “ফজরের জন্য জাগানো” 17
জান্নাতের ঝলক..... 18
সমবেদনা জানানো 21
অভিমানী শান্ত হলো..... 22
জান্নাত ত্যাগ করা দুনিয়া ত্যাগের চেয়েও কঠিন 23
জান্নাতে কারা যাবে?..... 24
নামাযের গুরুত্ব..... 24
নামায জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম 25
মীমাংসা করার আদব 25
(ঘোষণা):..... 26
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 27
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 27
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 28
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 28
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 28
(৬) দরূদে শাফায়াত: 29
(১) এক হাজার দিনের নেকী 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 29

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৫ অক্টোবর ২০২৬ইং 30
মীমাংসা করার অবশিষ্ট আদব..... 30
টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 35
মাসিক ৪টি নেক আমল 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করব।"

(জামেউল জাওয়ামে লিস-সুয়ূতী, খণ্ড:৭, পৃষ্ঠা:১৯৯, হাদিস:২২৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের আমাদের বয়ানের বিষয় হলো "জান্নাতের মূল্য"। জান্নাতের প্রাসাদ কারা পাবেন? মীমাংসা করার বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও রাসূলের বাণী, জান্নাতের কিছু ঝলক, একজন

অভিমানী ব্যক্তি কীভাবে শান্ত হলেন, জান্নাতে কারা প্রবেশ করবেন, নামাযের গুরুত্ব, জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হলো নামায–এছাড়াও আরও অনেক বিষয় আলোচনা করা হবে। হায়! আমাদের যদি পুরো বয়ানটি সুন্দর সুন্দর নিয়তের সাথে শোনার সৌভাগ্য নসীব হতো। আমীন।

আল্লাহ পাক মীমাংসা করিয়ে দেবেন

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদিন সরকারে দো-আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি মুচকি হাসলেন। আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মা-বাবা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক! আপনি কেন মুচকি হাসলেন? ইরশাদ করলেন: “আমার উম্মতের দুজন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। একজন আরয করবে: হে আল্লাহ পাক! আপনি ওর থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন, কারণ সে আমার ওপর যুলুম করেছিল। আল্লাহ পাক সেই প্রতিবাদীকে বলবেন: এখন এই বেচারা (যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে) কী করবে? এর কাছে তো কোনো নেকি বাকি নেই। তখন মযলুম (দাবিকারী) আরয করবে: তবে আমার গুনাহগুলো ওর কাঁধে চাপিয়ে দিন।” এতটুকু বলে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেঁদে ফেললেন। ইরশাদ করলেন: “সেই দিনটি হবে অত্যন্ত মহান, কারণ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই চাইবে তার গুনাহের বোঝা যেন হালকা হয়।” আল্লাহ পাক সেই মযলুম ব্যক্তিকে বলবেন: “দেখো তোমার সামনে কী আছে?” সে আরয করবে: “হে প্রতিপালক! আমি আমার সামনে সোনার তৈরি বিশাল শহর এবং মুক্তো দিয়ে সাজানো বিশাল সব প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। এই

শহর এবং চমৎকার প্রাসাদগুলো কোন নবী, সিদ্দীক বা শহীদের জন্য?” আল্লাহ পাক বলবেন: “এটি তার জন্য–যে এর মূল্য পরিশোধ করবে।” বান্দা আরয করবে: “এর মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কার আছে?” আল্লাহ পাক বলবেন: “তুমি করতে পারো।” সে আরয করবে: “কীভাবে?” আল্লাহ পাক বলবেন: “এইভাবে যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সমস্ত পাওনা মাফ করে দাও।” বান্দা আরয করবে: “হে আল্লাহ পাক! আমি তার সব অধিকার মাফ করে দিলাম।” তখন আল্লাহ পাক বলবেন: “তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং দুজনে একসাথে জান্নাতে চলে যাও।” এরপর মদিনার সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিয়ে দাও; কারণ আল্লাহ পাক নিজেও কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেবেন।” **(মুস্তাদরাক, ৫/৭৯৫, হাদিস: ৮৭৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণিত এই হাদিসে পাকের মাঝে অনেকগুলো শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। আসুন কয়েকটি দিক সম্পর্কে শুনি: (১) কিয়ামত এখনও কায়েম হয়নি, হাশরের ময়দানের কার্যাবলী, বান্দাদের হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিফল বা শাস্তির ফয়সালা হওয়ার সময় এখনও বাকি আছে; কিন্তু কুরবান যান! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের আগেই কিয়ামতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী কেবল পর্যবেক্ষণই করেননি বরং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -এর সামনে তা প্রকাশও করেছেন। (২) বান্দার হকের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল যে, হাশরের ময়দানে একজন বান্দা নিজের পাওনা আদায়ের জন্য অন্য বান্দার বিরুদ্ধে আল্লাহর

দরবারে নালিশ করবে। আফসোস! এখন মনে হয় দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং আমলহীনতার কারণে মানুষ বান্দার হকের বিষয়টিকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করে নিয়েছে। যেমন–কোথাও মালিক শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ করছে না, আবার কোথাও শ্রমিক মালিকের জিনিসের ক্ষতি করে তার হক নষ্ট করছে। কোথাও পিতা-মাতা সন্তানদের অধিকার দিতে রাজি নন, আবার কোথাও সন্তানরা পিতা-মাতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। কোথাও স্ত্রী তার স্বামীর অধিকার আদায়ে অবহেলা করছে, তো কোথাও স্বামী তার স্ত্রীর অধিকার আদায় করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলছে, কোথাও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে হক আদায়ের বিষয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলছে, আবার কোথাও প্রতিবেশীদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে।

মনে রাখবেন! দুনিয়াতে যদি কেউ কারো অধিকার হরণ করে থাকে, তবে বুদ্ধিমত্তা হলো–সেটি এখানেই পরিশোধ করে দেওয়া অথবা মাফ করিয়ে নেওয়া। অন্যথায় আখেরাতে চরম লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই হকদারদের পাওনা ফিরিয়ে দেবে; এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংওয়ালা ছাগল থেকে নেওয়া হবে।" **(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, বাবু তাহরীমিয যুলম, পৃষ্ঠা ১০৭০, হাদিস: ৬৫ ৮০)** অর্থাৎ যদি তোমরা দুনিয়াতে মানুষের হক আদায় না করো, তবে যে কোনো মূল্যে কিয়ামতে তা আদায় করতে হবে। দুনিয়াতে তা সম্পদ দিয়ে এবং আখেরাতে তা আমল দিয়ে। সুতরাং কল্যাণ এতেই নিহিত যে, দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে দাও নতুবা অনুশোচনা করতে হবে।

(৩) নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকা আল্লাহ করিমের অত্যন্ত পছন্দনীয়। কারণ রব্বে করীম কিয়ামতের দিনও তাঁর বান্দাদের মাঝে

মীমাংসা করিয়ে তাঁদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। * অতএব আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে সন্তুষ্ট করতে চাই, * সমাজকে শান্তিপূর্ণ দেখতে চাই, * ভালোবাসাকে ছড়িয়ে দিতে চাই, * জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই, * জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ভোগ করতে চাই এবং * কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বাঁচতে চাই–তবে আমাদের উচিত হবে নিজেদের মাঝে মীমাংসা করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং জান্নাতের হকদার হওয়ার উপযোগী এই কাজটিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। সাহস করুন এবং নফসের খাতিরে হওয়া ঝগড়া-বিবাদগুলো মুছে ফেলে দ্রুত মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিন; যদিও আপনি বয়সে বড় হন বা আপনার দোষ না-ও থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এমন মীমাংসা করিয়ে দেওয়া আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সুন্নাত এবং আল্লাহ করীম কুরআনুল করীমেও মীমাংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং পারা ২৬, সূরা হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَیْنَ اَخَوَیْكُمْ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা:২৬, আল-হুজুরাত: ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং আপন দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।

একইভাবে হাদিস শরীফেও মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

রোযা, নামায ও সদকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি কি তোমাদের রোযা, নামায ও সদকার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলব না?" সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অবশ্যই বলুন।" ইরশাদ করলেন: "সেই আমলটি হলো পরস্পর বিবাদমান ব্যক্তিদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেওয়া; কারণ অভিমান ব্যক্তিদের বিবাদ কল্যাণকে ধ্বংস করে দেয়।"

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি ইসলাহি যাতিল বাইন, ৪/৩৬৫, হাদিস: ৪৯১৯)

মনে রাখবেন! মুসলমানদের মাঝে কেবল সেই মীমাংসাই জায়েয যা শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থাকে। পক্ষান্তরে এমন সন্ধি যা হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে দেয়–তা জায়েয নয়। যেমন হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করা জায়েয; তবে সেই মীমাংসা নয় যা হারামকে হালাল করে দেয় অথবা হালালকে হারাম করে দেয়।"

(আবু দাউদ, কিতাবুল আক্বদীয়াহ, বাবু ফিল সুলহ, ৩/৪২৫, হাদিস: ৩৫৯৪)

আসুন এই ধরণের সন্ধির কয়েকটি উদাহরণ শুনি: যেমন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন শর্তে মীমাংসা করানো যে, স্বামী তার অন্য স্ত্রীর (সতীনের) কাছে যাবে না–এমন সন্ধি করানো সঠিক নয়। ঋণগ্রস্ত মুসলমান তার পাওনাদারকে সুদ প্রদান করবে–এমন সন্ধি সঠিক নয়। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৩০৩ সংক্ষেপিত)**। একইভাবে কোনো মহিলাকে তিন তালাক দেওয়ার পরেও স্বামী-স্ত্রীকে এ কথা বলা যে– "কোনো সমস্যা নেই, তোমাদের যে ভুল হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন, তোমরা এখন নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নাও"; অথচ তিন তালাকের পর ওই নারী

তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছেন এবং কেবল সন্ধি করার মাধ্যমে এই হারাম কাজ হালাল হতে পারে না। সুতরাং তাঁদের এই মীমাংসা করানো মূলত হারামকে হালাল করার অপচেষ্টা যা কোনোভাবেই জায়েয নয়। যদি কোনো ঋণী ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তবে এই শর্তে মীমাংসা করা যে, ঋণী ব্যক্তি অতিরিক্ত সময়ের জন্য জরিমানা (সুদ) দেবে–এমন সন্ধি সঠিক নয়। কারো সাথে এই শর্তে সন্ধি করা যে, সে তার আপন ভাই বা বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে–এমন সন্ধি সঠিক নয়। নিজের বন্ধুকে এই শর্তে মীমাংসা করতে বাধ্য করা যে–সন্ধি করতে হলে অমুক নাটক বা গান শুনতে বা দেখতে হবে–এমন সন্ধি সঠিক নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উদাহরণগুলো থেকে বোঝা গেল–মীমাংসা কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে হতে পারে, শরীয়তের নাফরমানির ক্ষেত্রে কোনো সন্ধি নেই। আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই এবং দ্বীনের বিষয়ে 'মুদাহানাত' (হীনবল হওয়া) করার কোনো সুযোগ নেই। মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে: لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْف অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিতে কারো আনুগত্য জায়েয নয়, আনুগত্য কেবল নেক কাজের ক্ষেত্রে। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৭৮৯, হাদিস: ৪৭৬৫)**

মীমাংসার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরি যাতে নাফরমানির কাজে কোনো আপোষ না হয়। যেমন–বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে সন্তানদের প্রচণ্ড চাপ যে, নাচ-গান বা মিউজিক প্রোগ্রাম হতে হবে। এখন পিতা-মাতা সন্তানদের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে এই বলে আপোষ করে নিলেন যে–ইসলামে তো মীমাংসার অনেক গুরুত্ব আছে,

তাই আমরা সন্তানদের কথা মেনে নিলাম। এমন সন্ধি নাজায়েয, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মীমাংসার উপকারিতা

আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী মীমাংসা করার তৌফিক দান করুক। মনে রাখবেন! মীমাংসা করা একটি মহৎ কাজ। এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কবরের ধাপগুলো সহজ হয়ে যায়। আখেরাতের মঞ্জিলসমূহ সহজ হয়। মানুষ জান্নাতের নিকটবর্তী হয় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে। মানুষের চোখে মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। মানুষের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ভালোবাসা বিকশিত হয় এবং ঘৃণা দূর হয়। শয়তান লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়। বিবাদমান পরিবারগুলোর তিক্ততা দূর হয়। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণের মানসিকতা তৈরি হয়। মনে প্রশান্তি ও স্বস্তি মেলে। অস্থিরতা ও টেনশন দূর হয়। মোটকথা, মীমাংসার অগণিত উপকারিতা রয়েছে।

আফসোস! এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক মীমাংসা করতে ইতস্তত করেন এবং দূরত্ব বাড়িয়ে দেন। নিশ্চিতভাবে এর প্রধান কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকা। এমন সময় শয়তানও জাল বুনে মানুষকে মীমাংসা থেকে দূরে রাখে এবং শত্রুতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। আমাদের উচিত সাহস করা এবং মীমাংসার মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করা। মীমাংসার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর নীতি কেমন ছিল? আসুন তার একটি ঈমান উদ্দীপক ঝলক শুনি:

জান্নাতে ভাইয়ের আগে না যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোনো মুসলমানের জন্য এটি জায়েয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন রাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে; আর মীমাংসায় যে অগ্রগামী হবে সে জান্নাতে আগে প্রবেশ করবে।" হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি জানতে পারলাম যে, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا -এর মাঝে কোনো একটি কারণে কথা বলা বন্ধ আছে। তখন আমি হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে বললাম: "লোকেরা আপনাদের দুজনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করে। আপনারা নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না; আপনার ভাইয়ের কাছে গিয়ে কথা বলুন, যেহেতু আপনি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট।" এতে হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "যদি আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণী– **'মীমাংসায় যে অগ্রগামী হবে সে জান্নাতে আগে যাবে'**–না শুনতাম, তবে আমি অবশ্যই তাঁর কাছে যেতাম। কিন্তু আমি এটি পছন্দ করি না যে, আমি তাঁর আগে জান্নাতে প্রবেশ করি।"

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: (হযরত ইমাম হুসাইনের এই নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ শুনে) আমি হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। তখন হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "صَدَقَ اَخِیۡ" অর্থাৎ "আমার ভাই সত্য বলেছে।" এরপর তিনি নিজে উঠে ভাই হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে আসলেন এবং তাঁদের মাঝে মীমাংসা হয়ে গেল। **(যাখায়েরুল উকবা, পৃষ্ঠা ২৩৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর এই কাহিনীতে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে।

আমরা কেন মীমাংসা করি না?

আমাদের চিন্তা করা উচিত! আমরা কেন মীমাংসার দিকে পা বাড়াই না? মীমাংসার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার মানসিকতা কেন তৈরি হয় না? আমরা কি একে নিজেদের সম্মানের হানি মনে করি? সামনের জন সন্ধির জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে অথচ আমাদের 'মুড অফ' থাকার কারণে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি অথবা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি–এমন করা মোটেও উচিত নয়। আমাদের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের আশায় সাহস করা এবং সাওয়াব অর্জনের এই সুযোগ হাতছাড়া না করা।

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর শান কত সুউচ্চ! আমার মুস্তফা করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদা তাঁর গোলামদের কত চমৎকারভাবে শিক্ষা দিয়েছেন! আসুন মনোযোগ দিয়ে শুনি!

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ওফাত মুবারকের আগে এক জনসভায় ঘোষণা করলেন: "যদি কারো ওপর আমার কোনো ঋণ থাকে, যদি আমি কারো জান, মাল বা সম্মানে আঘাত দিয়ে থাকি–তবে আমার জান, মাল ও সম্মান উপস্থিত আছে; তোমরা এই দুনিয়াতেই তার প্রতিশোধ নিতে পারো। তোমাদের কারো যেন এই আশঙ্কা না থাকে যে, কেউ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলে আমি নারাজ হবো; এটি আমার শান নয়। আমার কাছে এটিই প্রিয় যে–কারো যদি আমার ওপর কোনো হক থাকে তবে সে যেন তা উসূল করে নেয় অথবা আমাকে মাফ করে দেয়।" এরপর ইরশাদ করলেন: "হে লোকসকল! যার ওপর কারো হক

রয়েছে তার উচিত তা পরিশোধ করা; এই চিন্তা করো না যে, লাঞ্ছিত হতে হবে–কারণ দুনিয়ার লাঞ্ছনা আখেরাতের লাঞ্ছনার চেয়ে অনেক সহজ।”

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৮/৩২৩ সংক্ষেপিত)

মীমাংসা না করার অপকারিতা

মনে রাখবেন! যদি মীমাংসা না করা হয় তবে কেবল পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্কই নষ্ট হয় না, বরং মীমাংসা করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি মানুষের চোখেও ছোট হয়ে যায়। মীমাংসা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। বিপদে কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে না। আনন্দ বা কষ্টের দিনে তাঁর সাথে থাকার মতো মানুষের অভাব দেখা দেয়। একইভাবে পরকালেও সে অনেক ফায়দা থেকে বঞ্চিত হয়।

মীমাংসা নিজের সাথে কী কী নিয়ে আসে?

মীমাংসার বরকতে বিনয় নসীব হয়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী: وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللهُ অর্থাৎ যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চতা দান করেন।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৭১, হাদিস: ৬৫৯২)

মীমাংসার বরকতে অহংকার দূর হয়। ঘৃণা ভালোবাসায় রূপ নেয়। হায়! একে অপরকে মাফ করার চিন্তা যদি তৈরি হতো! মীমাংসা না করার কারণে আপন মানুষও পর হয়ে যায়, আর মীমাংসা ও ক্ষমা করার বরকতে পর মানুষেরাও আপন হয়ে যায়। যেমন–

কোনো এক শহরের এক বড় রাতের ইজতিমায় দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত একজন ইসলামী ভাই বসে ছিলেন। জনৈক নতুন ইসলামী ভাই (যিনি তখনও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে যুক্ত হননি) যাওয়ার

সময় হঠাৎ তাঁর হাতের ওপর পা দিয়ে ফেললেন। এতে তিনি বেশ ব্যথা পেলেন। কিন্তু যার পায়ের কারণে ব্যথা হলো–সে উল্টো ধমক দিয়ে বলল– "চোখে দেখেন না নাকি?" এর বিপরীতে ব্যথাপ্রাপ্ত ইসলামী ভাইটি সাথে সাথে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এতে ওই ব্যক্তি এতই প্রভাবিত হলেন যে, তিনি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে গেলেন।

একইভাবে কোনো এক শহরের এক ইসলামী ভাই জুতো-স্যান্ডেলের ব্যবসা করতেন। ভরা বাজারে বয়স্ক এক মহিলা কোনো একটি কারণে তাঁকে খুব গালিগালাজ করল। ওই আশেকে রাসূল মহিলাটিকে পাল্টা কটু কথা বলার পরিবর্তে দোয়া দিতে শুরু করলেন– "আম্মা! আল্লাহ পাক আপনাকে হজ করান, আল্লাহ আপনাকে মক্কা দেখান, মদীনা দেখান, আল্লাহ আপনার মাগফিরাত করুক।" কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই বৃদ্ধা মহিলাটি–যিনি একটু আগে সবার সামনে সেই দোকানদারকে গালি দিচ্ছিলেন তিনি হাতে কিছু ফল নিয়ে এসে বললেন– "বাবা! এই ফলগুলো নাও।" ওই ভাইটি অবাক হয়ে বললেন– "আম্মা এটি কী? একটু আগেই তো আপনি আমাকে গালি দিচ্ছিলেন আর এখন ফল দিচ্ছেন?" মহিলাটি জবাব দিলেন: "বাবা! আমি তোমাকে গালি দিচ্ছিলাম আর তুমি আমাকে দোয়া দিচ্ছিলে; আমি খুব লজ্জিত হয়েছি, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি এবং তোমার জন্য এই উপহার নিয়ে এসেছি।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ:
“ফজরের জন্য জাগানো”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মীমাংসা এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো অন্যান্য আমল সম্পর্কে জানতে, এর উপর আমল করতে, ঈমানের নিরাপত্তা পেতে এবং অন্তর ও দৃষ্টির পবিত্রতা বাড়াতে আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন ‘দাওয়াতে ইসলামী’-এর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত থেকে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে দৈনিক একটি কাজ হলো “**ফজরের জন্য জাগানো**”। এই দ্বীনি কাজের একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। সেটি পাঠ করুন এবং তাতে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী এই দ্বীনি কাজকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! “**ফজরের জন্য জাগানো**”-এর বরকতে তাহাজ্জুদ নামাজের সৌভাগ্য মিলতে পারে। * নামায সুরক্ষিত হয়। * মসজিদের প্রথম কাতারে তকবীরে উলার সাথে ফজর নামায আদায়ের সুযোগ হয়। * “নেকির দাওয়াত” দেওয়ার সাওয়াব অর্জিত হয়। * দাওয়াতে ইসলামীর সুনাম বৃদ্ধি পায়। * **ফজরের জন্য জাগানো** ব্যক্তি বারবার মুসলমানদের হজ ও মদীনা দেখার দোয়া দিয়ে থাকেন–আল্লাহ চাইলে সেই দোয়া তাঁর নিজের পক্ষেও কবুল হতে পারে। * পায়ে হেঁটে এই কাজ করার বরকতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। * মুসলমানদেরকে ফজর নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সুন্নাতে ফারুকীও বটে। সুতরাং

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষকে ফজর নামাযের জন্য জাগাতে জাগাতে মসজিদের দিকে তাশরীফ আনতেন। **(তবকাতুল কুবরা, ৩/২৬৩)**

দোয়ায়ে আত্তার: ইয়া রব্বে মোস্তফা! যে ব্যক্তি অন্যদের ফজর নামাযের জন্য জাগাবে, তার ভাগ্য চমকিয়ে দাও–যাতে সে স্বপ্নে তোমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করে এবং বিনা হিসাবে মাগফিরাত তার নসীব হয়। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হে আশেকানে রাসূল! আমরা জান্নাতি প্রাসাদের মূল্য সম্পর্কে শুনছি। আসুন জান্নাতের কয়েকটি ঈমান উদ্দীপক ঝলক দেখে নিই:

জান্নাতের ঝলক

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তাঁর বিশ্বখ্যাত কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" দ্বিতীয় খণ্ডের 'গীবতের ধ্বংসলীলা' অধ্যায়ের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: * জান্নাতের নখ পরিমাণ কোনো বস্তু যদি দুনিয়াতে প্রকাশ পেত, তবে সমস্ত আসমান ও জমিন তার নূরে আলোকিত হয়ে যেত। * জান্নাতিদের একটি কঙ্কন যদি প্রকাশিত হতো, তবে তা সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দিত–যেভাবে সূর্য নক্ষত্রের আলোকে ম্লান করে দেয়। * জান্নাতের সামান্য জায়গা–যেখানে কেবল একটি চাবুক রাখা যায়–তা দুনিয়া ও এর ভেতরকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। জান্নাতের দেয়ালগুলো সোনা ও রূপার ইট এবং কস্তুরীর কাদা দিয়ে তৈরি। * জান্নাতিরা জান্নাতে সব ধরণের সুস্বাদু খাবার পাবেন; যা চাইবেন মুহূর্তেই তা সামনে হাজির হবে। * যদি কোনো পাখি দেখে তা খাওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে সাথে সাথেই তা ভুনা অবস্থায় তাঁদের কাছে পৌঁছে যাবে। * পানি বা পানীয়র ইচ্ছা করলে

পানির পাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাতে চলে আসবে। * সেগুলোতে একদম সঠিক পরিমাপে পানি, দুধ, শরাব ও মধু থাকবে–যা তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী এক ফোঁটা কমও হবে না বেশিও হবে না; পান করার পর সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের জায়গায় চলে যাবে। * সেখানকার শরাব (পানীয়) দুনিয়ার মতো নয়–যাতে দুর্গন্ধ, তিক্ততা বা নেশা থাকে এবং যা পান করে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বাজে বকে; সেই পবিত্র শরাব এসব থেকে মুক্ত। সেখানে কোনো অপবিত্রতা, ময়লা, মল-মূত্র, থুথু, সর্দি বা শরীরের কোনো ময়লা থাকবে না। * একটি সুগন্ধিময় ও তৃপ্তিদায়ক ঢেকুর আসবে এবং সুগন্ধিময় ঘাম বের হবে। * সমস্ত খাবার হজম হয়ে যাবে। * ঢেকুর ও ঘাম থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ আসবে। প্রতিটি মুহূর্তে মুখ থেকে তসবীহ ও তকবীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো চলতে থাকবে–চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত। কমপক্ষে প্রত্যেকের শিয়রে দশ হাজার খাদেম দাঁড়িয়ে থাকবে। খাদেমদের প্রত্যেকের এক হাতে থাকবে রূপার পেয়ালা আর অন্য হাতে সোনার–এবং প্রতিটি পেয়ালায় থাকবে নতুন নতুন স্বাদের নেয়ামত। যতটুকু খাবে তৃপ্তি কমবে না বরং বাড়বে; প্রতিটি লোকমায় সত্তর রকমের স্বাদ থাকবে এবং প্রতিটি স্বাদ হবে অনন্য–সবগুলো স্বাদ একই সাথে অনুভূত হবে, একটির অনুভূতি অপরটির অনুভুতিতে অন্তরাল হবে না। * জান্নাতিদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তাঁদের যৌবন কখনও শেষ হবে না। * যদি জান্নাতের কোনো একটি কাপড় দুনিয়াতে পরা হতো, তবে যেই দেখতো সে-ই বেহুঁশ হয়ে যেত এবং মানুষের চোখ তা সইতে পারত না। * যদি কোনো হুর সমুদ্রে থুথু ফেলে, তবে তার মিষ্টতায় সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে; এক বর্ণনায় আছে–যদি জান্নাতের কোনো নারী সাত সমুদ্রে থুথু ফেলে, তবে সেগুলো মধুর চেয়েও মিষ্টি হয়ে যাবে। * মাথার চুল, চোখের পলক এবং ভ্রু ছাড়া জান্নাতিদের শরীরে

কোনো পশম থাকবে না। সবাই দাড়িবিহীন এবং সুরমা লাগানো চোখের অধিকারী হবেন। তাঁদের বয়স ত্রিশ বছরের মতো মনে হবে এবং এর বেশি হবে না। * এরপর লোকেরা আল্লাহর নির্দেশে এমন এক বাজারে যাবে–যা ফেরেশতারা বেষ্টন করে আছে। সেখানে এমন সব জিনিস থাকবে যা কোনো চোখ কখনও দেখেনি, কোনো কান কখনও শোনেনি এবং কোনো অন্তরেও তার কল্পনা আসেনি। সেখান থেকে যা কিছু পছন্দ হবে–তাঁদের দিয়ে দেওয়া হবে; সেখানে কেনাবেচার প্রয়োজন হবে না। * জান্নাতিরা সেই বাজারে একে অপরের সাথে দেখা করবেন। নিচু স্তরের জান্নাতি উঁচু স্তরের জান্নাতিকে দেখে তাঁর পোশাক পছন্দ করবেন–কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মনে হবে যে "আমার পোশাকই তাঁর চেয়ে উত্তম"; এটি এজন্য যে, জান্নাতে কারো জন্য কোনো দুঃখ থাকবে না। * জান্নাতিরা যখন একে অপরের সাথে দেখা করার ইচ্ছা করবেন, তখন একজনের সিংহাসন অন্যের কাছে পৌঁছে যাবে। * জান্নাতিদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি–যিনি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের দিদার লাভে ধন্য হবেন। * যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন–তখন আল্লাহ পাক তাঁদের জিজ্ঞেস করবেন: "তোমরা কি আরও কিছু চাও?" তাঁরা আরয করবেন: "আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" তখন সেই পর্দা–যা মাখলুকের ওপর ছিল–তা সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আল্লাহর দিদারের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত তাঁরা পাবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحَانَ اللّٰه! আপনারা শুনলেন জান্নাত কত সুন্দর ও মনোরম এবং রব্বে করীম এতে কত বিশাল সব নেয়ামত রেখেছেন। সুতরাং আমরা যদি এই সুমহান নেয়ামতসমূহ পেতে চাই এবং আখেরাতে জান্নাতকে নিজেদের ঠিকানা বানাতে চাই–তবে আমাদের বেঁচে থাকাবস্থায়ই জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল করতে হবে। আপনারা একটি আমল শুনলেন যে, মীমাংসা করিয়ে দেওয়া জান্নাতে যাওয়ার আমল। আসুন আরও কিছু আমল সম্পর্কে শুনি। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি যে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান আনার পাশাপাশি নেক আমল হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কুরআনুল কারীমের প্রায় ৫৬টিরও বেশি স্থানে নেক আমলের কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি নেক আমল হলো: নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ করা, নফল ইবাদত বাড়ানো, সত্য কথা বলা, মুসলমানদের খাওয়ানো, সদাচরণ করা, ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানো, নেকির দাওয়াত দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বারণ করা এবং একে অপরের হক আদায় করা ইত্যাদি।

সমবেদনা জানানো

সমবেদনা জানানো–অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধৈর্যের নসিহত করা একটি অত্যন্ত চমৎকার এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল। সুতরাং হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত–রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেবে–আল্লাহ পাক তাকে তাকওয়ার পোশাক পরাবেন এবং রূহসমূহের মাঝে তার রূহের ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাবে–আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের এমন দুটি

পোশাক পরাবেন–যার মূল্য দুনিয়ার সমানও হতে পারে না।”

(মুজাম-এ-আওসাত, ৬/৪২৯, হাদিস: ৯২৯২)

সুতরাং আমাদেরও উচিত মুসলমানদের সমবেদনা জানানোর মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার এই আমলটিকে গ্রহণ করা এবং এর বরকত লাভ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ‘নেক আমল’ রিসালাতেও মুসলমানদের অসুস্থতায় দেখা করা এবং শোকাতুর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো একটি নেক আমল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন নেক আমল নম্বর ৬১ হলো: “এই সপ্তাহে কি অন্তত একজন রোগী বা দুঃখী ব্যক্তির বাড়ি বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সেবা বা সান্ত্বনা দিয়েছেন অথবা কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন? (তা’ভীযাতে আত্তারিয়া ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে সাওয়াব অর্জন করুন)।”

আসুন এই প্রসঙ্গে সীরাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনি:

অভিমানী শান্ত হলো

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: অনেক সময় সমবেদনা বা সমব্যথী হওয়ার সুফল দুনিয়াতেও দেখা যায়। এটি সেই সময়ের কথা যখন আমি করাচীর কাগজি বাজারের ‘নূর মসজিদ’-এ ইমামতির দায়িত্বে ছিলাম। একজন ইসলামী ভাই আগে আমার খুব কাছের ছিলেন কিন্তু পরে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করলেন, যদিও আমি এর কারণ জানতাম না। একদিন ফজরের পর আমি তাঁর পিতার ইন্তেকালের খবর পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। তখনও গোসল করানো হয়নি। আমি দোয়া ও ফাতিহা পাঠ করে ফিরে আসলাম।

এরপর জানাযার নামাযে শরীক হয়ে কবরস্থানে গেলাম এবং দাফন কার্যেও অগ্রণী ভূমিকা রাখলাম। এর ফলাফল আমার কল্পনার চেয়েও বেশি হলো। ওই ইসলামী ভাইটি নিজেই প্রকাশ করলেন যে "আপনার সম্পর্কে কেউ আমাকে ভুল বুঝিয়েছিল, তাঁর কথায় পড়ে আমি আপনার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম এমনকি আপনাকে আসতে দেখে আমি লুকিয়ে পড়তাম। কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুতে আপনার এই সহমর্মিতা আমার অন্তর পরিবর্তন করে দিয়েছে। যে লোকটা আমাকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, সে আমার মরহুম পিতার জানাজায় পর্যন্ত আসেনি।" এই ঘটনার প্রায় ৩৫ বছর পার হয়ে গেছে; ওই ইসলামী ভাই এখনও অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি বেশ প্রভাবশালী এবং সাংগঠনিক কাজও করেন। তাঁর দাঁড়ি সুশোভিত, তিনি নিজেও আমার পীর-ভাই। তাঁর সন্তানরা, অন্য ভাইয়েরা এবং পরিবারের আরও অনেক সদস্য 'আত্তারী'। তাঁর ছোট ভাই দাওয়াতে ইসলামীর জিম্মাদার এবং বড় ভাইও পাগড়িওয়ালা ছিলেন। **(ফয়যানে বাবা বুল্লে শাহ, পৃ:৪৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত ত্যাগ করা দুনিয়া ত্যাগের চেয়েও কঠিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমরা দুনিয়াবি বিষয়সমূহের সাথে যুক্ত; কিন্তু আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদিও তাঁরাও পানাহার করতেন এবং আমরাও করি, তাঁরাও ঘুমাতেন এবং আমরাও ঘুমাই, তাঁরাও বিবাহ করতেন এবং আমরাও করি। কিন্তু তাঁরা এই সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো ভালো নিয়তের সাথে করতেন আর আমরা

কেবল নিজেদের দুনিয়া সাজানোর জন্য করি। তাঁদের এই সব কাজ ছিল আখেরাতের আমল আর আমাদের এই সব কাজ হলো দুনিয়াবি কাজ। মনে রাখবেন! এই দুনিয়াবি কাজগুলো দ্বীন থেকে আলাদা নয়; কিন্তু এগুলোকেই সবকিছু মনে করে নেওয়া নিশ্চিতভাবে দ্বীনি শিক্ষার পরিপন্থী।

জান্নাতে কারা যাবে?

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে জান্নাতে সেই যাবে–যে আল্লাহ করীমকে সন্তুষ্ট করেছে, যার অন্তরে খোদাভীতি ছিল, যে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাহর পাগল ছিল, যে নেক আমল করেছে, যার অন্তর সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -এর ভালোবাসায় ভরপুর ছিল, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর প্রতি যাঁর অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল, যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যে শরীয়তের বিধানসমূহ পালন করেছে এবং যে আল্লাহ করীম ও বান্দার হক আদায় করেছে।

নামাযের গুরুত্ব

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! * নামায একটি মহান ইবাদত, * জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল, * মুমিনের জন্য শ্রেষ্ঠ আমল, * এটি একটি নূর, * দুই রাকাত নামায দুনিয়া ও এর ভেতর যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম, * আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ, * প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে একটি নেকি লেখা হয়, * একটি গুনাহ মুছে দেওয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, * গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে, * নামাযীকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং

নামায জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ পাক বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলো আদায় করবে এবং সেগুলোর হককে তুচ্ছ মনে করে কোনো একটিকেও নষ্ট করবে না–তবে আল্লাহ পাকের বদান্যতায় তাঁর জন্য ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে এগুলো আদায় করবে না–তার জন্য আল্লাহর জিম্মায় কোনো অঙ্গীকার নেই; তিনি চাইলে তাকে আযাব দেবেন অথবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" **(আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, ২/৮৯, হাদিস: ১৪২০।)**

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে–সে যতবারই যাবে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করবেন।"

(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ... ইত্যাদি, বাবুল মাশয়ি ইলাস সালাতি... ইত্যাদি, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদিস: ১৫২৪।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মীমাংসা করার আদব

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন মীমাংসা করার মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। * মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেওয়া আল্লাহর সুন্নাত। **(ফয়সালা করনে কে মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা ৩১)**। * হাদিস শরীফে আছে: "সৃষ্টির মাঝে সন্ধি করিয়ে দাও কারণ আল্লাহ করীমও কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেবেন।" **(মুস্তাদরাক, ৫/৭৯৫, হাদিস: ৮৭৫৮)**। * মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং সন্ধি করিয়ে দেওয়া প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও সুন্নাত। **(সিরাত-উল-জিনান, ২/১৯)**। * সুতরাং

আমাদের সুপারিশকারী আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘আউস’ ও ‘খাজরাজ’ নামক দুই গোত্রের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিয়েছিলেন। **(দুররে মনসুর, ২/২৭৯)**। * মিথ্যা বলে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও মহিলার মাঝে সন্ধি করানো জায়েয। **(জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৭১৩)**। সুতরাং হাদিস শরীফে আছে: “মিথ্যা কোথাও সঠিক নয় কেবল তিনটি জায়গা ছাড়া: (১) পুরুষ তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য (মিথ্যা) কথা বলা, (২) যুদ্ধে মিথ্যা বলা এবং (৩) মানুষের মাঝে সন্ধি করানোর জন্য মিথ্যা বলা।” **(তিরমিযী, হাদিস: ১৯৪৫, ৩/৩৭৭)**। * তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয অর্থাৎ এতে গুনাহ নেই: (১) যখন কোনো যালিম যুলুম করতে চায় তখন তার যুলুম থেকে বাঁচার জন্য। (২) দুজন মুসলমানের মাঝে বিরোধ রয়েছে এবং কেউ তাঁদের মাঝে সন্ধি করাতে চায়–যেমন একজনের সামনে গিয়ে বলা যে ‘সে তোমাকে ভালো জানে, তোমার প্রশংসা করছিল অথবা তোমাকে সালাম পাঠিয়েছে’ এবং অন্যজনের কাছে গিয়েও অনুরূপ কথা বলা যাতে শত্রুতা কমে এবং সন্ধি হয়। (৩) স্বামী তার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বাস্তব বিরোধী কোনো কথা বলা। **(বাহার-এ-শরীয়ত, ১৬/৫১৭ সংক্ষেপিত)**।

(ঘোষণা):

মীমাংসা করার অবশিষ্ট আদবসমূহ তরবিয়তি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানতে অবশ্যই তরবিয়তি হালকায় অংশ নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৫ অক্টোবর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মীমাংসা করার অবশিষ্ট আদব

যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেয়–আল্লাহ পাক তাকে প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে একজন দাস মুক্ত করার সাওয়াব দান করেন এবং তার পূর্বের (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৯/৩২১ সংক্ষেপিত)**। * সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সদকা হলো বিবাদমান লোকদের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেওয়া। **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩/৩২১)**। * উত্তম চরিত্র ও নেক আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের মাঝে সন্ধি করানো। **(ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২/১২৬৬)**। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুসলমানদের মাঝে সন্ধি করানো জায়েয; তবে সেই সন্ধি নয় যা হারামকে হালাল করে দেয় অথবা হালালকে হারাম করে দেয়।" **(আবু দাউদ, হাদিস: ৩৫৯৪, ৩/৪২৫)**। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন সন্ধি করানো যে, স্বামী তার অন্য স্ত্রীর কাছে যাবে না অথবা কোনো ঋণী ব্যক্তি এতটুকু মদ বা সুদ তার অমুসলিম পাওনাদারকে দেবে। প্রথম ক্ষেত্রে হালালকে হারাম করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হারামকে হালাল করা হয়েছে; এই ধরণের সন্ধি হারাম যা ভেঙে দেওয়া ওয়াজিব। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৩০৩ সংক্ষেপিত)**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

অনুবাদ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে প্রশান্তি দিয়েছেন। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা: ২০৪)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে

বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর

শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد